দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা 6 ... কলাম ... 4

বাবা-মায়েরা কবে বুঝবেন

আদ্রতা খান প্রজ্ঞা

আমার পরিচিত একজন ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে ক্লাস থ্রিতে সে গণিত স্পর্শ করেনি। জিজ্ঞেস করলাম, প্রশ্ন কী এসেছে? সে বলল— 'মধ্যরেখা ও শীর্ষবিন্দুর ভেতর পার্থক্য দেখাও', '০.৩x ০.০৩x ০.০০৩ কে ক্যালকুলেটর ছাড়া গুণ করে দেখাও!' আমি অবাক হলাম—এসব প্রশ্ন তো আমরা ক্লাস সেভেনে গিয়ে পেয়েছি! এরা কি বিসিএস পরীক্ষা দিচ্ছে নাকি? যা হোক, আরেক প্রসঙ্গ হলো— ক্লাস ফাইভের বাচ্চা যে কি না এবার সমাপনী দিল, সেও ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসেছে! মায়েদের কি মেন্টাল প্রবলেম হলো? আরো একটি বিষয়—ভালো স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করানোর জন্যে মা প্রেগন্যান্ট থাকা অবস্থায় স্কুলের আশেপাশে ঘুরতেন, সে বছর দুয়েক আগের কথা। তাঁর বাচ্চা ভর্তি পরীক্ষার কোচিংয়ে পরীক্ষায় ভালো না করায় শিশুর হাতের আঙুল ব্লেড দিয়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছেন আরেক মা। এই মায়েদের কাউন্সিলিং করানো উচিত কি না বলুন? কে তাদের বোঝাবে যে পড়াশোনা নিজের কাছে। আমার মা বলেছেন— প্রতিষ্ঠান ভিত্তি গড়ে না, যে শাইন করবে, সে মাটির ঘর থেকে হলেও নিজে নিজে পড়াশোনা করে শাইন করবে! সুতরাং খামাখা মাথা নষ্ট না করে বাচ্চাকে নিশ্চিন্তে বিকশিত হতে দিন।

কোনো স্কুলই খারাপ নয়। বরং আমরাই কোনো কোনো স্কুলকে সবার উপরে তুলে নাচানাচি করি বলেই সেইসব স্কুলকে সবাই ধ্যানজ্ঞান করে বাচ্চাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। সন্তান স্কুলে পড়ে ভালো রেজাল্ট করার কারণেই কিন্তু স্কুলের নাম হচ্ছে। অথচ সন্তান যদি অন্য সাধারণ স্কুলে পড়ত, তবে একটু একটু করে সেই সাধারণ স্কুলটিও নামিদামি হয়ে যেত।

স্কুল আমাদের শুধু গাইড লাইন দেয়। ভালো শিক্ষা এবং ভালো মানুষ হতে নিজের সদিচ্ছাই যথেষ্ট। ভর্তি পরীক্ষার নামে বাচ্চাদের উপর জুলুম-অত্যাচার বন্ধ হোক।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি হাইস্কুল, ঢাকা